জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫:
স্বাস্থ্য বরাদ্দ

ব্যাংক এশিয়া

আমাদের সংসদ

উন্নয়ন সমন্বয়

জুন ২০২৪

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ৪১ হাজার ৪০৮ কোটি টাকা, যা মোট জাতীয় বাজেটের ৫.২ শতাংশ। আগের অর্থবছরে এ খাতের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে নতুন অর্থবছরে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ৩৯ শতাংশ বেশি। স্বাস্থ্যে বরাদ্দের এমন প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক। তবে স্বাস্থ্য খাতের দায়িত্বে থাকা বিভাগগুলোর বাজেট বাস্তবায়নের দক্ষতার সাম্প্রতিক রেকর্ডের বিচারে এবারের বরাদ্দের যথাযথ বাস্তবায়ন কতোটা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট ৩৮ হাজার কোটি টাকার বেশি হলেও সংশোধিত বাজেটে তা কমে ২৯ হাজার ৭৮২ কোটি টাকা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ অর্থবছরের সংশোধিত স্বাস্থ্য বাজেট প্রস্তাবিত বাজেটের ৭৮ শতাংশ।

স্বাস্থ্য খাতে সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে বাজেট বরাদ্দের চিত্র (অঙ্কসমূহ কোটি টাকায়)

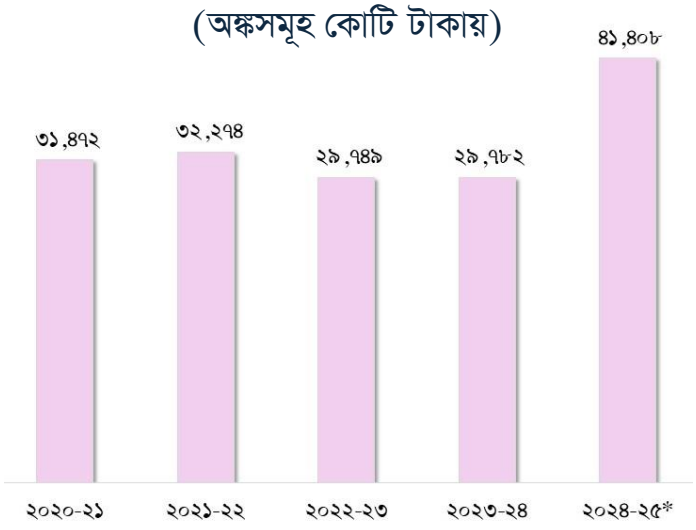

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ দেখানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্ত সার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য খাতে প্রস্তাবিত ও সংশোধিত উন্নয়ন বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

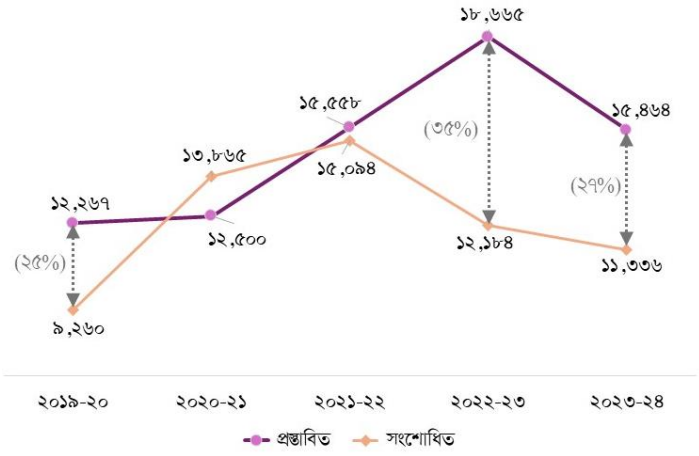

(%) মাধ্যমে সংশোধিত উন্নয়ন ব্যয় প্রস্তাবিত-এর তুলনায় কতো শতাংশ কম তা দেখানো হয়েছে

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্ত সার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য খাতের পরিচালন বরাদ্দ ও উন্নয়ন বরাদ্দ উভয় ক্ষেত্রেই যা প্রস্তাব করা হয় তার তুলনায় সংশোধিত বাজেট ছোট হয়ে আসে। তবে সাম্প্রতিক অর্থ বছরগুলোতে এ খাতের পরিচালন বরাদ্দের তুলনায় উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বেশি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত সময়কালে কেবল ২০২০-২১ বাদে আর সব অর্থবছরেই স্বাস্থ্য বাবদ উন্নয়ন বাজেট প্রস্তাবিতর তুলনায় সংশোধিততে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে এসেছে। ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্যের প্রস্তাবিত উন্নয়ন বরাদ্দের তুলনায় সংশোধিত উন্নয়ন বরাদ্দ যথাক্রমে ৩৫ শতাংশ ও ২৭ শতাংশ কম।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্য বরাদ্দের বিভাগওয়ারি বণ্টন

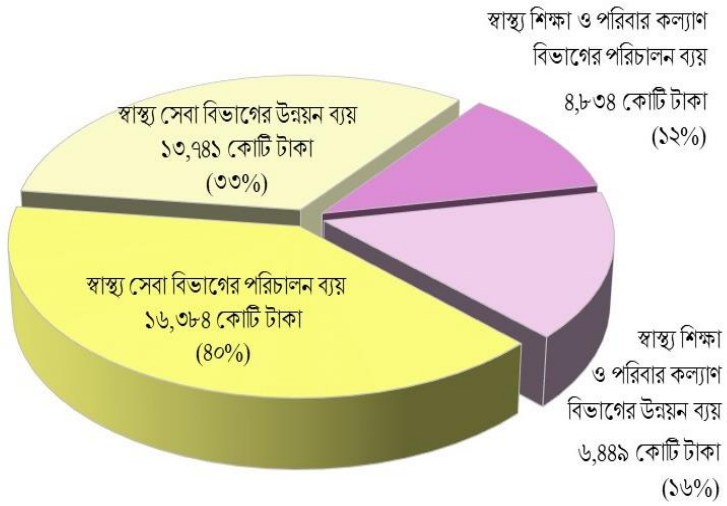

(%) মাধ্যমে মোট স্বাস্থ্য বাজেটে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিচালন/উন্নয়ন ব্যয়ের অংশ দেখানো হয়েছে

তথ্যসূত্র: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট সংক্ষিপ্ত সার, অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাজেটে স্বাস্থ্য বাবদ বরাদ্দ ব্যয়ের দায়িত্বে থাকে দুটি বিভাগ। এগুলো হলো- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। এ দুটি বিভাগে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্য বরাদ্দের যথাক্রমে ৭৩ শতাংশ ও ২৭ শতাংশ যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পরিচালন ব্যয় ১৬,৩৮৪ কোটি টাকা (যা মোট স্বাস্থ্য বাজেটের ৪০ শতাংশ)। এ বিভাগের উন্নয়ন ব্যয় ১৩,৭৪১ কোটি টাকা (স্বাস্থ্য বাজেটের ৩৩ শতাংশ)।

স্বাস্থ্য বাজেটের ১২ শতাংশ (অর্থাৎ ৪,৮৩৪ কোটি টাকা) যাচ্ছে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের পরিচালন ব্যয় হিসেবে। আরও ৬,৪৪৬ কোটি টাকা যাচ্ছে এ বিভাগের উন্নয়ন বরাদ্দ হিসেবে, যা মোট স্বাস্থ্য বাজেটের ১৬ শতাংশ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দের বিভাগওয়ারি বণ্টন

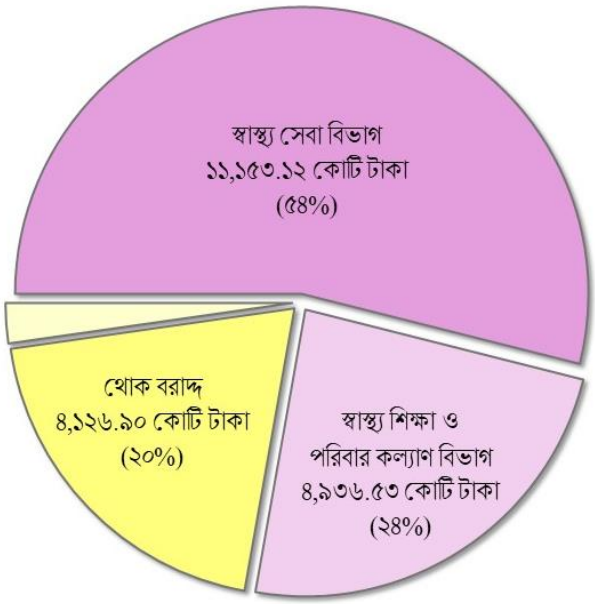

(%) মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য খাতের জন্য বরাদ্দের কত অংশ কোন বিভাগ বা উপখাতে যাচ্ছে তা দেখানো হয়েছে

তথ্যসূত্র: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৪-২৫, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তথা এডিপি-তে স্বাস্থ্য খাতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে মোট ২০ হাজার ৬৮২ কোটি টাকার বেশি। এ বরাদ্দ মোট এডিপি-এর ৭.৮১ শতাংশ। স্বাস্থ্য খাতের মোট ৪৬টি প্রকল্পের বিপরীতে এ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪২টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ৩টি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প, এবং ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।

এ খাতের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তথা এডিপি বরাদ্দের ৫৪ শতাংশ (অর্থাৎ ১১ হাজার ১৫৩ কোটি টাকা) বরাদ্দ রাখা হয়েছে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য খাতের এডিপি বরাদ্দের ২৪ শতাংশ (অর্থাৎ প্রায় ৪ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়াও এডিপি-তে স্বাস্থ্য খাতের জন্য প্রায় ৪ হাজার ১২৭ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মোট বরাদ্দের পরিমাণ বিচারে স্বাস্থ্য খাতে প্রতি অর্থবছরে বরাদ্দ বাড়ানো হলেও মোট জাতীয় বাজেটের শতাংশ হিসেবে স্বাস্থ্য বাজেট ৫ শতাংশের আশেপাশেই আটকে রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে।

তবে নাগরিকদের নিজস্ব স্বাস্থ্য ব্যয় তথা 'আউট অফ পকেট' স্বাস্থ্য ব্যয়ের চাপ কমাতে বাজেটের শতাংশ হিসেবে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। কেননা বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টস-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে দেশে প্রতি বছর স্বাস্থ্য সেবা বাবদ মোট যতো অর্থ ব্যয়িত হয় সরকারের দেয়া বাজেট বরাদ্দ থেকে তার মাত্র ২৩ শতাংশ নির্বাহ করা যায়। নাগরিকদের নিজেদের পকেট থেকেই মোট ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি (৬৯ শতাংশ) নির্বাহ করতে হচ্ছে।

বার্ষিক মোট স্বাস্থ্য ব্যয় (টোটাল হেলথ এক্সপেন্ডিচার)-এ স্বাস্থ্য বাজেট বরাদ্দ ও 'আউট অফ পকেট' স্বাস্থ্য ব্যয়ের অবদানের তুলনা

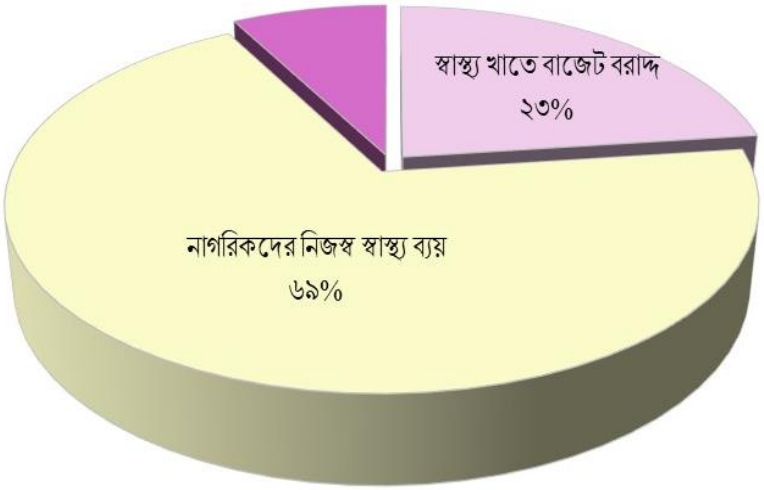

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টস-এর ষষ্ঠ প্রতিবেদন (১৯৯৭-২০২০)

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের স্বাস্থ্য বরাদ্দের প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ড তথা 'ইকোনমিক গ্রুপ'-ওয়ারি বণ্টন (বরাদ্দের কতো অংশ কোন কাজে ব্যয় হবে)

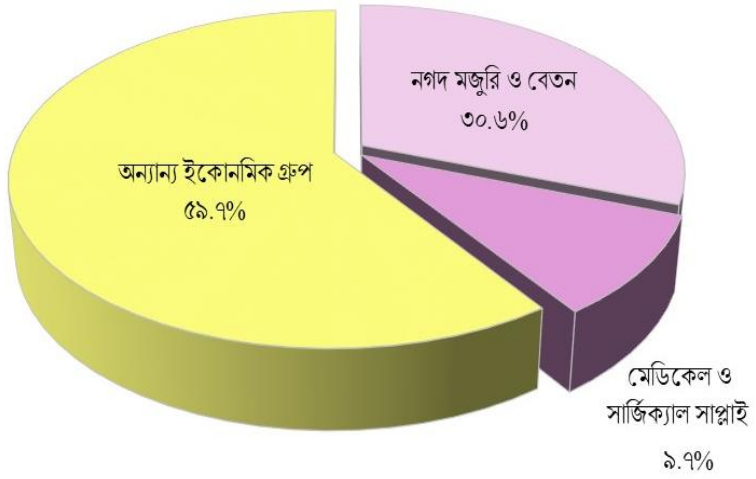

তথ্যসূত্র: মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) ২০২৪-২৫
অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নাগরিকদের 'আউট অফ পকেট' স্বাস্থ্য ব্যয় কমানোর চাপ থাকার পরও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর বাজেট বাস্তবায়ন (বিশেষত উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যয়ের) দক্ষতা কম হওয়ায় স্বাস্থ্য খাতের বাজেট বাড়ানো হচ্ছে না বলে ধারণা করা যায়।

তবে কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বাড়তি বাজেট বরাদ্দ দিলে তা অব্যয়িত থাকার সম্ভাবনা যেমন কম তেমনি এতে করে নাগরিকদের 'আউট অফ পকেট' স্বাস্থ্য ব্যয়ও কমিয়ে আনা সম্ভব।

যেমন: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ২৭ ধরনের কর্মকাণ্ড বা ইকোনমিক গ্রুপ বাবদ স্বাস্থ্য খাতে দেয়া বাজেট বরাদ্দ ব্যয় হবে।

এর মধ্যে 'নগদ মজুরি ও বেতন' বাবদ ব্যয় হবে স্বাস্থ্য বাজেটের ৩০.৬ শতাংশ। দেশের বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে আরও বেশি জনবল নিয়োগ দিয়ে তাদের 'নগদ মজুরি ও বেতন' বাবদ আরও বরাদ্দ বাড়ালে তাতে সেবার মান বাড়তো। নাগরিকদের ব্যক্তি খাতের সেবা

কেন্দ্রগুলোর নির্ভরতা কমতো। তাদের স্বাস্থ্য ব্যয়ের চাপ কমতো। আর এক্ষেত্রে বাড়তি বরাদ্দ অব্যয়িত থাকার সম্ভাবনাও কম।

একই কথা খাটে 'মেডিকেল ও সার্জিক্যাল সাপ্লাই' বাবদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে। প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য বাজেটের ৯.৭ শতাংশ যাবে এ বাবদ। এ বরাদ্দ থেকেই সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে বিনামূল্যে ঔষধ-সহ অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রির ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কাজেই এ বাবদ বরাদ্দ বাড়ালেও তা অব্যয়িত থাকার সম্ভাবনা কম। বরং এতে নাগরিকদের ওপর স্বাস্থ্য ব্যয়ের চাপ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে আসতো।

স্বাস্থ্যসেবা একটি সার্বজনীন মানবাধিকার ও জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে বলা হয়েছে- "জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করবে।" বলা হয়ে থাকে যে, কোনো দেশে স্বাস্থ্যসেবার দিক থেকে নাগরিকদের অবস্থার উন্নতি ঘটতে দেখা গেলেই বোঝা যায় যে, সে দেশটি প্রকৃত অর্থেই অর্থনৈতিকভাবে ভালো অবস্থায় রয়েছে। যদিও বাংলাদেশের নাগরিকদের গড় আয়ু গত দেড় দশকে নাটকীয় মাত্রায় বেড়ে বর্তমানে ৭২.৩ বছর (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর তথ্যানুযায়ী), তারপরেও এ দেশে প্রতিনিয়ত জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে, যা কোভিড কিংবা ডেঙ্গু পরিস্থিতির কারণে প্রকট হয়ে নজরে পড়েছে।

সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা তথা ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ অর্জনের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে তাদের জিডিপির ৫ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দেয়ার পরামর্শ দিয়েছে। অথচ বিগত ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির ১ শতাংশের কম বরাদ্দ করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, স্বাস্থ্যখাতে গত দেড় দশকে বেশ কিছু সাফল্য দৃশ্যমান হয়েছে। যেমন সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ডাক্তারের এবং নার্সের সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালীকরণের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ১৪ হাজারের উপর উন্নিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র গত এক বছরেই ১০ হাজারের উপর ডাক্তার, ১৫ হাজার নার্স এবং ৬৫০ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে স্বাস্থ্যখাতে টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট (এসডিজি)-এর প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশের দৃশ্যমান ও প্রশংসনীয় অগ্রগতি রয়েছে। মাতৃমৃত্যু, পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুর মৃত্যুহার, সদ্য জন্মগ্রহণ করা শিশু মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমেছে এবং বাংলাদেশের টিকাদান সম্প্রসারণ কর্মসূচির সাফল্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। তবে, এ ধারা অব্যাহত রাখতে দরকার প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রয়োজন সবার জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি দক্ষতাভিত্তিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা।

ব্যাংক এশিয়া পিএলসি এবং উন্নয়ন সমন্বয়ের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত 'আমাদের সংসদ' কার্যক্রমের আওতায় মাননীয় সংসদ সদস্য-সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের অংশীজনদের গবেষণা ও বিশ্লেষণী সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি গবেষক, শিক্ষার্থী, গণমাধ্যম কর্মী, উন্নয়ন কর্মী-সহ আগ্রহী নাগরিকদের প্রশিক্ষণ, তাদের সঙ্গে মতবিনিময়-সহ সকলের জন্য তথ্যনির্ভর প্রকাশনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

আমাদের সংসদ

যোগাযোগ:

হ্যাপি রহমান প্লাজা (৫ম তলা), ২৫-২৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,
বাংলামোটর, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ;

ফোন: +8809639494444;
ইমেইল: info@unsy.org;
ওয়েবসাইট: www.unsy.org.